ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব - ২০১৭ সালে মোট চা উৎপাদন হয় ৭৮.৯৫ মিলিয়ন কেজি, জিডিপিতে চা শিল্পের মোট অবদান হচ্ছে ১৮২৫.২৫ কোটি টাকা, চা থেকে মোট রপ্তানি আয় হয় ৫৯.১৮ কোটি টাকা এবং চা বাগান/চা শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ভর করে
- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৬৩ হেক্টর জমিতে ফাঁড়ি বাগানসহ মোট প্রথাগত ২২৯টি চা বাগান রয়েছে যার মধ্যে মূল বাগান ১৫৩টি এবং ফাঁড়ি বাগান ৭৬টি
- প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮৪০ জন শ্রমিক চা বাগানগুলোতে কর্মরত যার ২১,৯৯৭ জন অস্থায়ী
- সংবিধানের ১৪, ২৭, ২৮ এবং ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা, জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যা চা শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য
- জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ এর চতুর্থ উদ্দেশ্য হিসেবে 'শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের' অঙ্গীকার করা হয়েছে
- ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ২২.১ অনুচ্ছেদে 'অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে' বলেও উল্লেখ রয়েছে
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রমিক-মালিকের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, রেশন, ভবিষ্য তহবিলসহ বিভিন্ন সুবিধাদি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- চা শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ
  - ✓ বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ৯৬৭ কোটি টাকা বাজেটে "চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা" নামক একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ এবং এর আওতায় চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি
  - ✓ সরকার কর্তৃক "চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" এর আওতায় চা শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ
  - ✓ চা শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রতি দুই বছর পর পর "দ্বিপাক্ষিক চুক্তি" স্বাক্ষর করা, যার আওতায় চা শ্রমিকদের মজুরি ও উৎসব ভাতা বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মজুরি প্রদান, পূর্ণ মজুরিসহ ২০ দিনের অসুস্থতাজনিত ছুটি ও গ্র্যাচুইটিসহ গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা
  - ✓ বিভিন্ন এনজিও'র সহায়তায় শিক্ষা, বাসস্থান, নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার স্থাপনের ব্যাবস্থাসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা
- চা শ্রমিকদের উন্নয়নে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন গবেষণা ও গণমাধ্যমে তাদের অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ও অমানবিক জীবন যাপনের তথ্য পাওয়া যায়
- বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত চা-শ্রমিকদের বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন
- চা বাগানের উপরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হলেও চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও অধিকার বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে এমন গবেষণার অভাব রয়েছে
- টিআইবি'র কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর (নৃগোষ্ঠী) অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে; তারই অংশ হিসেবে সনাক-শ্রীমঙ্গলের পরামর্শের প্রেক্ষিতে এই গবেষণা কার্যক্রমটি হাতে নেয়া হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও এর থেকে উত্তরণের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১. চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;

২. চা শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

৩. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

- এই গবেষণায় শুধুমাত্র প্রথাগত শ্রমিকদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা বাগানে স্থায়ীভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করে, যাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও মজুরি বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে এবং তারা মূলত সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলায় বসবাস করে;
- উত্তরবঙ্গের চা বাগানের (৯টি) শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রথাগত শ্রমিকদের তুলনায় ভিন্ন হওয়ায় এগুলোকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
- চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ (চাকরি স্থায়ীকরণ, মজুরি, রেশন, সঞ্চয়, ভবিষ্য তহবিল, শিক্ষা সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা, ভাতা, ছুটি, কর্মঘন্টা, গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ বীমা, বিনোদন ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ, শিশুসদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারের দেওয়া কল্যাণ তহবিল) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
আইনের শাসন	চা শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ও বিরাজমান চিত্র
স্বচ্ছতা	অধিকার সম্পর্কে শ্রমিকদের তথ্য জানার ব্যবস্থা এবং এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা
জবাবদিহিতা	বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উপ-শ্রম পরিচালকের কার্যালয়, ডিআইইজি, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যালয়, ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা
সংবেদনশীলতা (responsiveness)	শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাগান কর্তৃপক্ষের তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
দুর্নীতি প্রতিরোধ	বাগান কর্তৃপক্ষের প্রভাব বিস্তার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি

গবেষণা পদ্ধতি

- **গবেষণার ধরন: গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে**
- **তথ্যের উৎস:** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস:** চা শ্রমিক, টিল্লা বাবু, চৌকিদার, ফান্ড বাবু, চা শ্রমিক সরদার, চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা ডাক্তার, চা বাগানের ম্যানেজার, মালিক, চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের প্রাক্তন ও বর্তমান ট্রাস্টি ও কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক শ্রম এর কার্যালয়, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চা বোর্ড, চা সংসদ, এনজিও'র কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষক; এছাড়া বাংলাদেশীয় চা সংসদ (বিটিএ) ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে খসড়া পতিবেদনের ফলাফল শেয়ার করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- **পরোক্ষ উৎস:** সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নথি, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রামাণ্যচিত্র ও ওয়েবসাইট
- **তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (৩৮টি) এবং পর্যবেক্ষণ** *(৬৪টি বাগান)*
- **জরিপের** বাগান ও তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে মোট ৬৪টি বাগান (৪১টি মূল বাগান ও ২৩টি ফাঁড়ি বাগান) থেকে ১৯১১ জন স্থায়ী শ্রমিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- **তথ্য সংগ্রহের উপকরণ:** প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট
- **গবেষণা কাল** - আগস্ট ২০১৭ থেকে আগস্ট ২০১৮ সাল পর্যন্ত; জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় আগস্ট ২০১৭ থেকে মে ২০১৮

জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

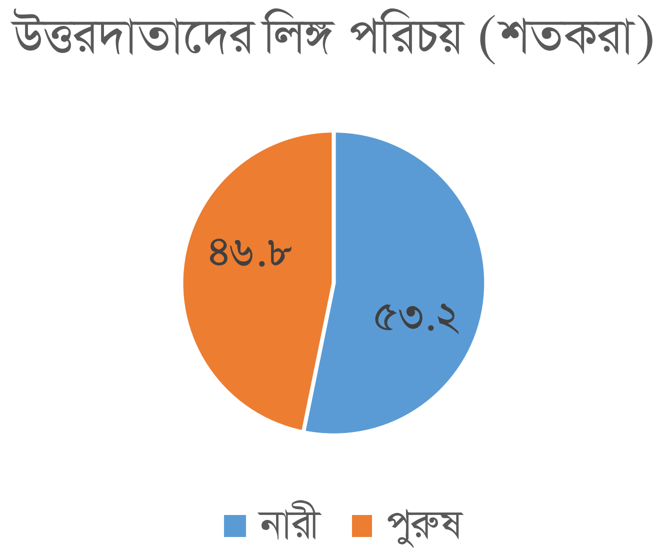

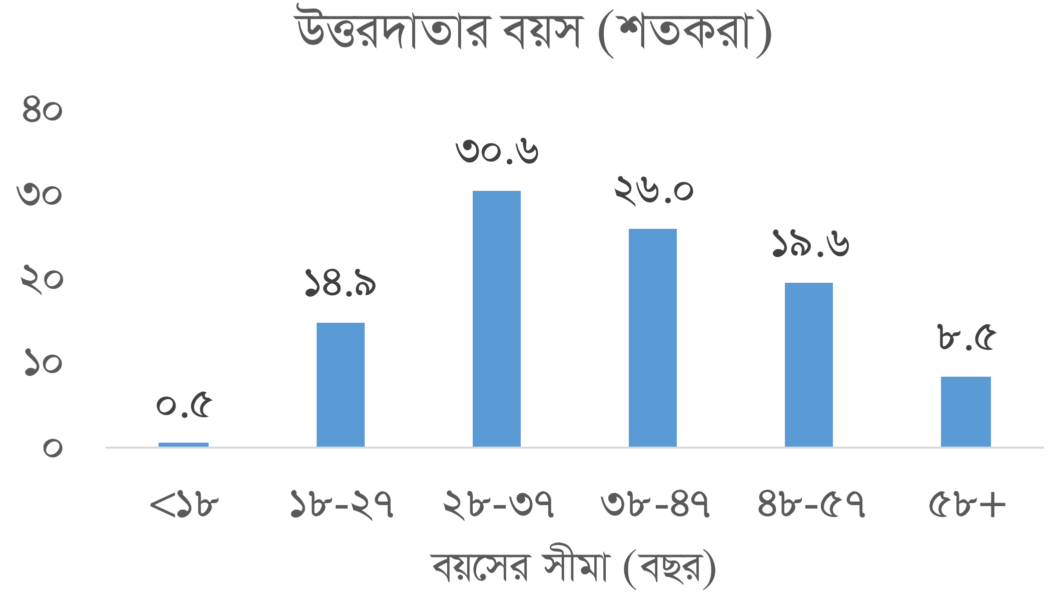

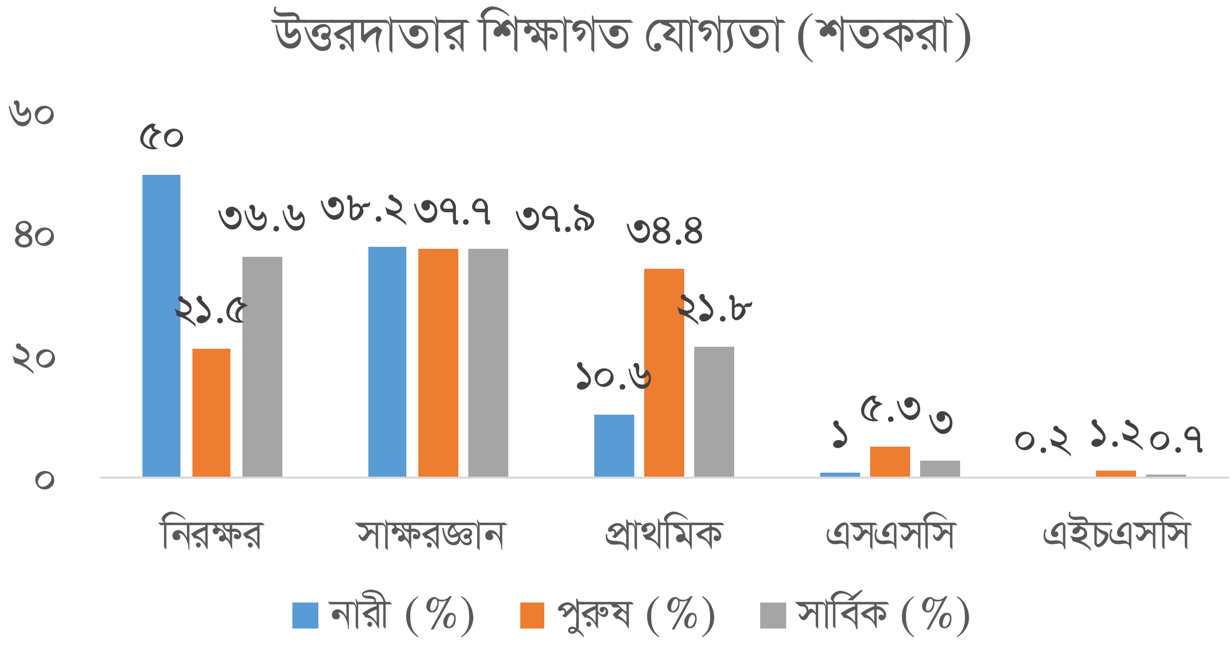

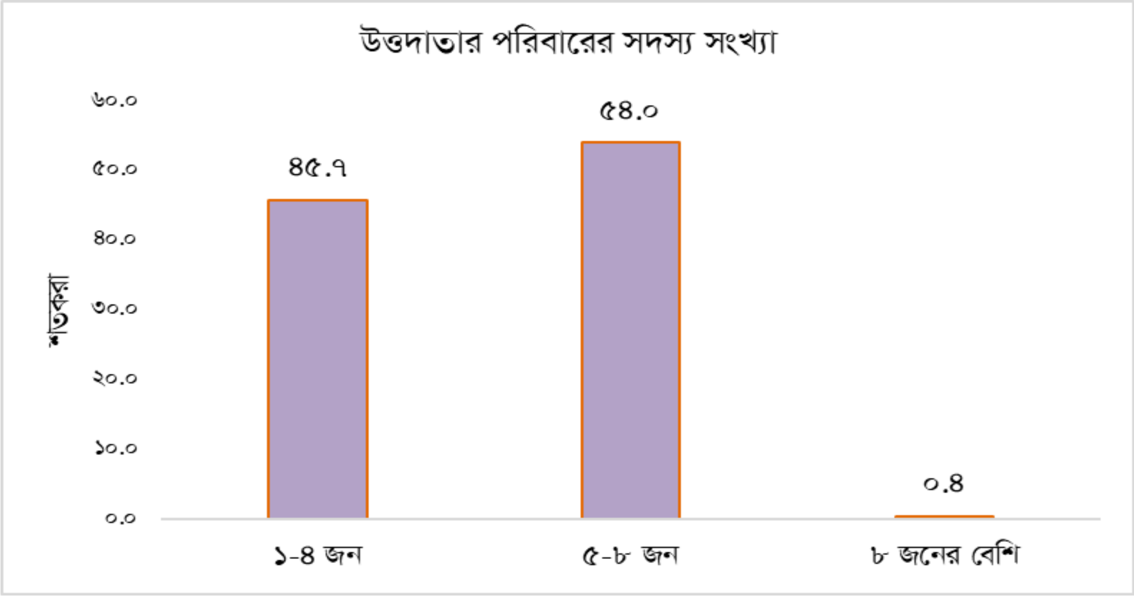

চা শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক দিক

- কোনো শ্রমিক অবসর গেলে কিংবা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লে তার পরিবারের একজন অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী হিসেবে চাকরি দেওয়া
- বাগানের হাসপাতাল কিংবা ডিসপেন্সারী থেকে কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ও তাদের পোষ্যদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া
- অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক অবসর ভাতা প্রদান
- স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির ৭.৫% হিসেবে ভবিষ্য তহবিল দেওয়া
- ২০ দিন অসুস্থাজনিত ছুটি দেওয়া, যা শ্রম আইনে ১৪ দিন এবং ১৪ দিন উৎসব ছুটি দেওয়া, যা শ্রম আইনে ১১ দিন
- ২ টাকা কেজি দরে রেশন দেওয়া ও একজন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য সর্বোচ্চ তিন জনকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া
- কয়েকটি বাগানে ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬ শে মার্চ এ খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ - বৈষম্যমূলক আইন ও বিধিমালা

আইনের ধারা	বিষয়	অন্যান্য শ্রমিক	চা বাগান শ্রমিক
শ্রম আইন, ধারা ১১৫	নৈমিত্তিক ছুটি	'প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন'	চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করায় তারা এ ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
শ্রম আইন, ধারা ১১৭ (১)	অর্জিত ছুটি	কোনো দোকান বা বাণিজ্য বা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, সড়ক পরিবহন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, প্রতি ১৮ দিন কাজের জন্য একদিন অর্জিত ছুটি পান	চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রতি ২২ দিনে একদিন অর্জিত ছুটি পান
শ্রম বিধিমালা	ভবিষ্য তহবিল	ধারা ২৬৩ (২): শ্রমিকরা তাদের চাকরি ২ বছর সম্পন্ন করে যেকোনো উপায়ে অবসর নিলে তার জমানো ভবিষ্য তহবিলের টাকার সাথে মালিকের অংশও সম্পূর্ণ পাবে	ধারা ২৯৩ (৩): চা শ্রমিকরা ১০ বছর পূর্ণ করলে তাদের ভবিষ্য তহবিলের নিজের জমানো অংশ ও মালিকের অংশ পুরো পাবেন

আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ - শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) ও বিধিমালা ২০১৫ (তফসিল ৫)

আইনের ধারা	বিষয়	উল্লিখিত বিষয়	পর্যবেক্ষণ
শ্রম আইন - ধারা ৩২ (১)	আবাসন	কোনো শ্রমিকের যে কোনো ভাবে চাকরি অবসানের ৬০ দিনের মধ্যে মালিক কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাসস্থান ছেড়ে দিতে হবে	বিধিমালায় কোনো শ্রমিক ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হলে এক মাসের মধ্যে আবাসন ছেড়ে দেওয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে যা আইন ও বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক
শ্রম বিধিমালা - বিধি ৭ (চ)	আবাসন	শ্রমিকদের জন্য 'মির্তিঙ্গা টাইপ' বাড়ি তৈরি করা এবং 'সন্তোষজনক কারণে' মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাড়ি তৈরি করতে পারবে	'সন্তোষজনক কারণ' ও 'মির্তিঙ্গা টাইপ' এর ব্যাখ্যা না থাকায় শ্রমিকরা কোন ধরনের ঘর পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না
শ্রম আইন - ধারা ২৩৪ এর (১) এর (খ)	অংশগ্রহণ ও কল্যাণ তহবিল	প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে ৮০% ও কল্যাণ তহবিলে ২০% হারে প্রদান করবে	কোনো বাগানে তা জমা করা হয় না
শ্রম আইন - ধারা ৯৯	গ্রুপ বীমা	চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা চালু করতে হবে	কোনো বাগানে চালু করা হয়নি

নীল রংয়ের সীমাবদ্ধতাটি সকল ধরনের শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য আর খয়রি রংয়ের সীমাবদ্ধতাগুলো শুধু মাত্র চা শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য

আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ - বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ (তফসিল ৫)

আইনের ধারা	বিষয়	উল্লিখিত বিষয়	পর্যবেক্ষণ
বিধিমালা - বিধি ৬ (১ ও ২)	চিকিৎসা	চা শ্রমিকদের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চিকিৎসার সুযোগ থাকতে হবে	বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন কোন সেবা ও কতটুকু প্রদান করা হবে তার সীমা উল্লেখ না থাকা
বিধিমালা - বিধি ৬ (২)	চিকিৎসা	চা বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেনসারিতে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যা, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে বিভাগ ও ফিজিক্যাল থেরাপি বিভাগ থাকতে হবে	মহাপরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টের পরিবর্তে কম্পাউন্ডার, নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যা ও অন্যান্য সুবিধা না থাকলেও চলবে উল্লেখ করায় উক্ত সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে
বিধিমালা - বিধি ১০	তফসিলের বিধানসমূহ কার্যকরকরণ	তফসিলে বর্ণিত বিধানসমূহ কার্যকরকরণে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মালিক লিখিতভাবে মহাপরিদর্শককে অবহিত করবেন	তফসিলে শ্রমিকদের কোনো সমস্যা হলে অভিযোগের ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শককে জানানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি
বিধিমালা - বিধি ৭ (২)	পানীয় জল	মালিক ২৫টি পরিবারের পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে একটি টিউবওয়েল বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা করবেন	কুয়ার পানি বিশুদ্ধ না হলেও নলকূপের বিকল্প হিসেবে কুয়ার কথা উল্লেখ থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পানীয় জলের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করা থেকে বিরত থাকতে পারে

উপরের সীমাবদ্ধতাগুলো শুধু মাত্র চা শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য

চাকুরি স্থায়ীকরণ

- শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক তিন মাস সন্তোষজনক শিক্ষানবিশী কাল পার করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের কোনোটিতেই তা মানা হচ্ছে না
- ৬৪টি বাগানের মধ্যে মাত্র ১৪টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্য থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ জনকে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তার জন্যও শ্রমিকদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী শ্রমিকদের ৬০.০% সরাসরি ও ৩৯.৪% কে পরিবারের অন্য সদস্যের পরিবর্তে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে
- স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে ৪৪.২% কে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হয় যার মধ্যে ৯৪.৪% কে গড়ে ৬ বছর সময় অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়
- জরিপে দেখা গেছে ১৯.৩% উত্তরদাতার খানায় অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত ছিল যারা ছয় মাস থেকে ৪০ বছর ধরে অস্থায়ী হিসেবে কর্মরত আছেন
- অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী করলে মজুরিসহ বিভিন্ন সুবিধাদি দিতে হবে বলে তাদের স্থায়ী করা হয় না
- শ্রম আইনে শ্রমিকদের স্থায়ী করার সময়ে নিয়োগ পত্র ও আইডি কার্ড দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না; নিয়োগপত্রের বিকল্প হিসেবে 'সি - ফরম' দেওয়ার কথা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও ৯২.৯% কে কোনো নথি সরবরাহ করা হয় না

মজুরি

- চা বাগানের শ্রমিকদের সর্বশেষ চুক্তিতে দৈনিক মজুরি মাত্র ১০২ টাকা ধরা হয়েছে যা দেশের অন্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কম
- ক্যাশ প্লাকিং, নিরিখের অতিরিক্ত পাতা তোলা ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ মজুরি দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না
- ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২৮টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীদের সমান মজুরি দেওয়া হয় না - ৮৫ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়

স্থায়ী চা শ্রমিক ও অন্যান্য খাতের মজুরির সাথে তুলনা

শ্রমিকের ধরন	সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি (টাকা)
জাহাজ ভাঙ্গা কারখানা	১৬০০০ (২০১৮)
ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ	১২৮০০ (২০১৮)
এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল	৮৭০০ (২০১৮)
ফার্মাসিউটিক্যালস	৮০৫০ (২০১৭)
তৈরি পোশাক	৮০০০ (২০১৮)
টি প্যাকেটিং	৭০৮০ (২০১৭)
'স' মিলস	৬৮৫০ (২০১৪)
বেকারী বিস্কিট কনফেকশনারী	৫৯৪০ (২০১৮)
অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	৫৯৩০ (২০১৮)
কটন ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৭১০ (২০১৮)
চা বাগান	*সর্বোচ্চ ৫২৩১ (২০১৮ প্রাক্কলিত)

*সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী

পাতার ওজনকরণ

- ৬৪টি বাগানের মধ্যে অধিকাংশ (৫৬টি) বাগানে অ্যানালগ কাটার মেশিনে পাতার ওজন করা হয় ও মেশিনের ওজন পরিমাপের নির্দেশক একমুখী হওয়ায় তা শ্রমিকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না

- কোনো শ্রমিক ওজনের পরিমাপ নির্দেশক কাটা দেখার চেষ্টা করলে বাবু তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং কেউ কাটা দেখতে একটু জোর করলে তাকে পরবর্তীতে বিভিন্ন উপায়ে অলিখিত শাস্তি ভোগ করতে হয় - সবচেয়ে দূরের স্থানে কাজে পাঠানো, নজরদারী বাড়ানো, সামান্য ভুলে বকা দেওয়া

বিভিন্ন অজুহাতে পাতার ওজন কম দেখানোর খাত ও গড় পরিমাণ		
অজুহাতের ধরন	শতকরা	দৈনিক গড়ে
গামছার ওজনের অজুহাতে	৯৫.৬	২.৯ কেজি
পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়ার অজুহাতে	৮.৪	২.৪ কেজি
বৃষ্টি হলে পাতার ওজন বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে	৭৫.০	৪.১ কেজি
কোনো কারণ ছাড়া	১৮.৬	২.০ কেজি

- জরিপ কালীন সময় থেকে পূর্বের এক সপ্তাহের পাতা উত্তোলনের হিসাব যারা বলতে পেরেছে (৬০.৩৯%) তাদের মধ্যে ৬১.৩% শ্রমিক বিভিন্ন অজুহাতে পাতার ওজন কম দেখানোর কথা বলেন, যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য সকল শ্রমিকদের জন্য (১ লক্ষ ৮৪৩ জন) সপ্তাহে ৩১ লক্ষ ২ হাজার ৪৩৫ টাকা

- ৮টি বাগানে পাতার ওজনকরণে ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করা এবং ওজনের পরিমাণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা

কাজের পরিবেশ

কাজের জায়গার খাবার পানির ব্যবস্থা

- শ্রম বিধিমালায় প্রত্যেক চা বাগানের কাজের জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই স্থায়ী ব্যবস্থা যেমন নলকূপ বা কুয়ার ব্যবস্থা নেই; ২৩টি বাগানে প্রবাহমান ছড়া/ঝরনা/কুয়া/নদী/খাল থেকে অস্বাস্থ্যকর পাত্রে পানি সংগ্রহ করে শ্রমিকদের দেওয়া হয় যা শ্রমিকরা হাত পেতে পান করে, কোনো গ্লাসের ব্যবস্থা করা হয় না

কাজের জায়গায় টয়লেট বা প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা

- শ্রম বিধিমালায় শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য প্রতি সেকশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই তা নেই

শ্রমিক নিরাপত্তা

- চা শ্রমিকদের বাগানে কাজ করার সময় সাপ, জোঁক ও বিষাক্ত পোকার আক্রমন ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে চা বাগানে ওষুধ বা চুন ছিটানোর জন্য একাধিক বার বলা হলেও বাগান কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয় না
- শ্রমিকদের কাজের জায়গায় বিশ্রামাগার থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বেশিরভাগ বাগানেই তার ব্যবস্থা নাই - বৃষ্টির সময়ে বা অন্য কোনো কারণে বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না
- কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের (১৯.৮%) স্বাস্থ্যগত ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মাস্ক, গ্লাভস বা জুতা, চশমা, টুপি ইত্যাদি বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৫৭.০% শ্রমিকদের বাগান থেকে কিছুই দেওয়া হয় না

ছুটি ও উৎসব ভাতা

অসুস্থতাজনিত ছুটি

- অনেক বাগানে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিতে গেলে বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বরত ব্যক্তির কাছ থেকে অসুস্থতাজনিত প্রতিবেদন নিতে হয় বিধায় অনেক সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও অমানবিক

মাতৃত্বকালীন ছুটি

- জরিপ চলাকালীন সময় থেকে গত পাঁচ বছরে ১২.০% খানায় স্থায়ী শ্রমিক গর্ভধারণ করেছেন যার মধ্যে ১০.০% শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাননি এবং যারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছেন তাদের মধ্যে ১০.০% শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে মজুরি পায় নি
- মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার পূর্বের তিন মাসে প্রাপ্ত মজুরির গড় হিসেবে মাতৃত্বকালীন মজুরি পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক বাগানেই ৮৫ টাকা হিসাবেই মজুরি দেওয়া হয়

উৎসব ভাতা

- চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বিগত বছরে কমপক্ষে ২৫০ দিন কাজ করলেই কেবল ১০০% বোনাস পাবে অন্যথায় কম উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে বোনাস কাটা হয়
- জরিপে দেখা যায় যারা উৎসব ভাতা পেয়েছে (৯৮.৩%) তাদের মধ্যে ৪০.২% শ্রমিক অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কম পেয়েছে এবং ৪০.৩% শ্রমিক জানেন না তারা কেন কম পেয়েছেন
- বাবুদের ঠিকমত হাজিরা না তোলা, শ্রমিকদের জন্য কোনো সার্ভিসবুক চালু না থাকা এবং শ্রমিকদের কাজের দিনের হিসাব ঠিকমতো রাখতে না পারায় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অনুপস্থিত দেখিয়ে শ্রমিকদের উৎসব ভাতা কম দেয়

রেশন

- সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন পোষ্য বাবদ রেশন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৬১টি বাগানের মধ্যে ৬টি বাগানে পোষ্যদের রেশন দেওয়া হয় না
- যারা রেশন পায় (৮৫.৮%) তাদের মধ্যে ১৮% উত্তরদাতা সব সময় এবং ২৬% উত্তরদাতা মাঝে মাঝে ওজনে কম দেওয়ার কথা জানায়
- যাদের ওজনে কম দেয় তাদের গড়ে ৬২৯ গ্রাম রেশন কম দেয় এবং রেশন কম দেওয়ার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০০ গ্রাম, সর্বোচ্চ ১৪০০ গ্রাম
- ৬৮.৯% শ্রমিক জানান যে বাগান থেকে যে রেশন দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটে না
- রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য - নারী স্থায়ী শ্রমিক হলে স্বামীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয় না অথচ পুরুষ স্থায়ী শ্রমিক হলে স্ত্রীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয়

আবাসন

- শ্রম বিধিমালায় বাগান মালিক কর্তৃক প্রতিটি শ্রমিক ও তার পরিবারের বসবাসের জন্য বিনামূল্যে বাসগৃহের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও বাংলাদেশ টি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ৩২ হাজার ২৯৯ জন স্থায়ী শ্রমিক ও অন্য অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য আলাদা কোনো আবাসন বরাদ্দ করা হয় নি

ঘর দেওয়ার কর্তৃপক্ষের ধরন (জরিপের তথ্য)	
ঘর দেওয়ার কর্তৃপক্ষ	সার্বিক (%)
সম্পূর্ণ ঘর বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া	৬৮.২
সম্পূর্ণ ঘর নিজে বা এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ তৈরি করা বা নিজ খরচে ভাড়া কিংবা আত্মীয়ের ঘরে থাকে	২১.৭
আংশিক নিজের আংশিক বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া	১০.১

- বেশিরভাগ বাগানে যে নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে তাতে বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে ঘরের চালের জন্য শুধু টিন আর কাঠ দিলেও বেড়া ও দরজা-জানালা দেওয়া হচ্ছে না
- জরিপে দেখা গেছে বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ৯০.৬% আবাসনে একটি মাত্র ঘর করে দেওয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগের মাঝ বরাবর কোনো বেড়া নেই, যেখানে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বৌ এবং গরু-ছাগল নিয়ে বসবাস করতে হয়
- ৩টি বাগানে কর্তৃপক্ষ কলোনীর আদলে ২ রুম বিশিষ্ট কিছু নতুন আবাসন তৈরি করেছে, যেখানে শৌচাগারেরও ব্যবস্থা রয়েছে

আবাসন মেরামত

- বিধিমালায় বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও অধিকাংশ বাগানে দেখা যায়, প্রয়োজন অনুযায়ী তা করা হচ্ছে না
- বছরে মেরামতের প্রয়োজনযোগ্য সর্বোচ্চ ১০% - ২৫% ঘর মেরামত করা হয়
- জরিপে দেখা গেছে ৭০.৯% শ্রমিকের ঘর বাগান কর্তৃপক্ষ মেরামত করে দেয় এবং ২২.৮% শ্রমিক নিজ খরচে মেরামত করে নেয় এবং বাকী ৪.২% শ্রমিক জানায় কর্তৃপক্ষ টাকা দিলে তারা নিজেরা মেরামত করিয়ে নেয়
- তবে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘর মেরামত করানোর জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয় - ক্ষেত্রবিশেষে বছরের পর বছর সময় অপেক্ষা করতে হয়

‘বছর পার হয়ে গেল টিন ফুটো হইছে, বৃষ্টিতে দেয়াল ভিজে ফাটল ধরছে, পঞ্চায়েতকে বললাম, ছোট সাহেবকে বললাম, বড় সাহেবকে বললাম কেউ আমলে নেয় নি। দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে মারা গেলে তারপর সাহেবরা এসে ঘর মেরামত করে দেবে।’- একজন শ্রমিকের ভাষ্য

আবাসনে আলোর ব্যবস্থা

- বিধিমালায় মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ ও আবাসিক এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ থাকলেও অনেক বাগানে বিদ্যুতের লাইন স্থাপন করার ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করে না

- কোনো কোনো বাগানে বাগান পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইন স্থাপন করার ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করলেও শ্রমিকদের আবাসনে বিদ্যুতের সংযোগের ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল শ্রমিককেই দিতে হয়

- বাগানে শ্রমিকরা নিজ নামে মিটার আনতে পারে না; বিল বাগানের মূল মিটারের নামে আসে যা শ্রমিকরা দেখতে পারে না

- কোনো কোনো বাগানে শ্রমিকদের নামে সাব মিটার দেওয়া হলেও সে মিটার অনুসারে বিল নেওয়া হয় না, প্রকৃত বিলের তুলনায় বেশি নেওয়া হয় - ক্ষেত্রবিশেষে একটি বাতি জ্বালিয়ে ৭০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করতে হয়

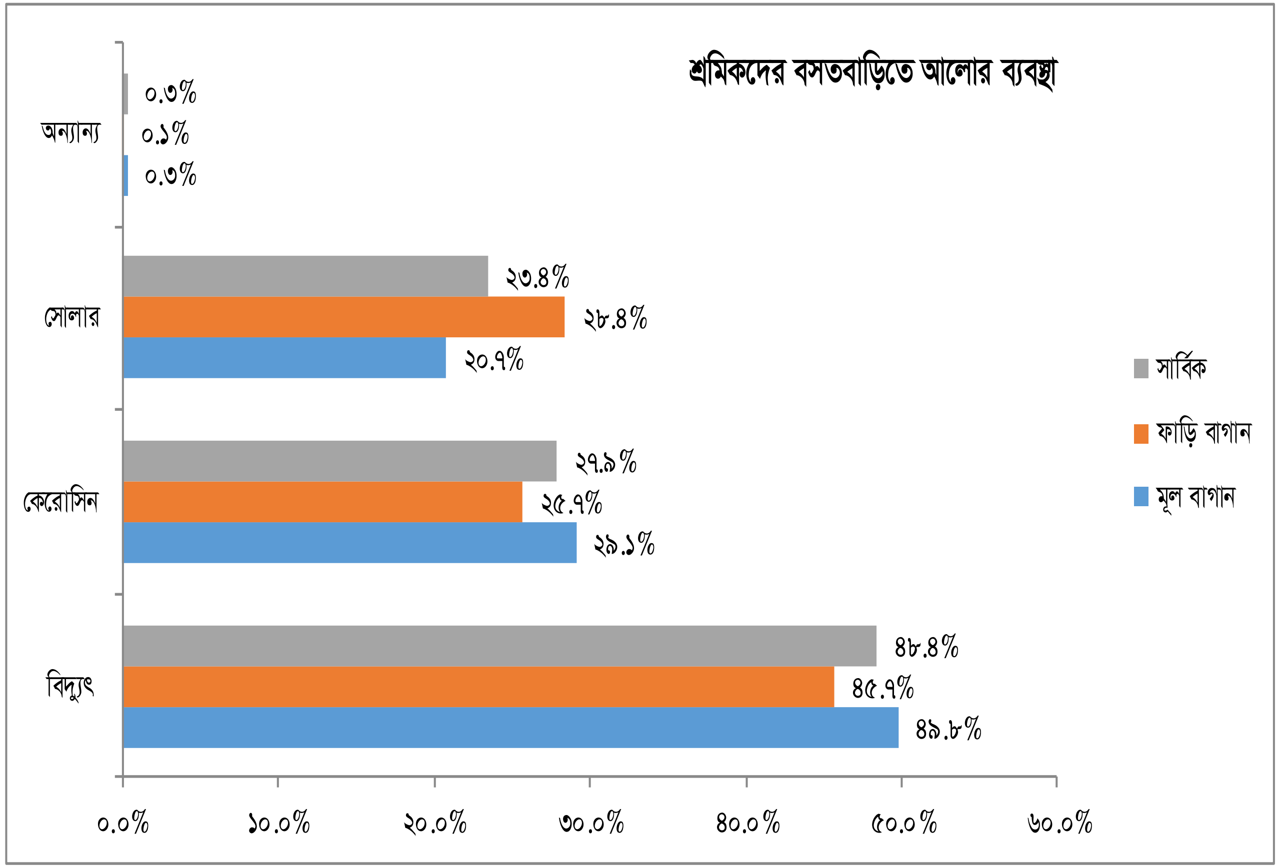

- যেসব বাগানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে শ্রমিকদের নিজ খরচে কেরোসিন ও সোলারের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করতে হয়

আবাসনে খাবার পানি সরবরাহ

- জরিপে দেখা গেছে ৭২.৫% শ্রমিক টিউবওয়েল, ১৬.১% শ্রমিক কুয়া ও ৯.৫% শ্রমিক সাপ্লাইয়ের পানি পান করে
- বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমপক্ষে ২৫টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও ৫টি বাগানে কোনো নলকূপ নাই; তারা শুধুই কুয়ার পানির উপরে নির্ভরশীল
- কোনো কোনো বাগানের আবাসনে বাগান কর্তৃপক্ষ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা করেনি
- ২৫টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ থাকার কথা থাকলেও বেশিরভাগ বাগানে এই পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি - একটি বাগানে ১৪৮টি এবং অন্য একটি বাগানে ১৬৪টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ রয়েছে
- জরিপের তথ্য অনুসারে ৬০.৯% শ্রমিকের নলকূপ এনজিও/ইউপি/নিজেরা ব্যবস্থা করেছে, বাগান কর্তৃপক্ষ করেনি
- কুয়ার পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর

আবাসনে শৌচাগারের ব্যবস্থা

- জরিপে দেখা যায় ২৫.১% শ্রমিক কোনো শৌচাগার ব্যবহার করে না। আবার যারা শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে ৫৫.৪% স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করে না
- ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৬টিতে বাগান কর্তৃপক্ষ কখনো কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা করেনি

শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

- বিধিমালায় শ্রমিকদের সন্তানদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য বাগান প্রতি একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা থাকলেও মাত্র ২৪টি বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষের স্কুল রয়েছে, ৪০টি বাগানে বাগানের কোনো স্কুল নেই এবং ৬টি বাগানে কোনো স্কুল নেই
- জরিপে দেখা গেছে ৫১.৪% পরিবারে ছয় থেকে ১২ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে রয়েছে যার মধ্যে ৮৪.২% স্কুলে যায় এবং ১৫.৮% স্কুলে যায় না
- যারা স্কুলে যায় তাদের মাত্র ২১.৫% বাগানের স্কুলে যায় অন্যান্য ৭৮.৫% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে যায়
- বাগানের স্কুলগুলোতে এক বা দুইটি রুমে পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একজন শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করানো হয়; বেশিরভাগ শিক্ষকদের অস্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় বেতন দেওয়া হয়
- এসব স্কুলগুলোতে বসার পর্যাপ্ত বেঞ্চ, বিদ্যুৎ, আলমিরা বা কোনো আসবাবপত্র ও খেলার মাঠ নেই; সরকার প্রদত্ত বই ছাড়া কোনো শিক্ষা উপকরণও নেই, পড়ালেখার মান ভাল না হওয়ায় অভিভাবকরা শিশুদের সরকারি কিংবা এনজিও স্কুলে পাঠায়
- সম্প্রতি সরকার কিছু বাগানের স্কুলকে (শ্রীমঙ্গলে ৩৪টি) সরকারিকরণ ঘোষণা করলেও এসব স্কুলের অবকাঠামোতে তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি;
- বাগানের স্কুলে শিক্ষার্থীরা সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি পায় না
- ৫টি বাগানে কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, যারা নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বেতন পান

চিকিৎসা ব্যবস্থা

- প্রত্যেক বাগানে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম থাকলেও জরিপকৃত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ১১টি বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেনসারি নাই
- বিধিমালায় অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ দুই ধরনের চিকিৎসা সেবা থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও ৪১টি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নাই
- যেসব বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তাদের মধ্যে ৩২টিতে বেড আছে ও ২১টিতে কোনো বেড নাই
- বেশিরভাগ বেডের অবস্থা নোংরা, বেড কভার নাই, ভাঙ্গা, নাম মাত্র একটি ফোম রয়েছে যা ব্যবহার অনুপযোগী; রোগীদের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাখা হয় কিন্তু ভর্তি করানো হয় না
- বেশিরভাগ চা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নাই; ডেলিভারি বা গুরুতর চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদেরকে রেফার করলে খরচ বাগান কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে বলে পার্শ্ববর্তী কোনো সরকারি হাসপাতাল বা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার মৌখিক পরামর্শ দেওয়া হয়
- কোনো কোনো বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র বলতে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, যেখানে মাঝে মাঝে কম্পাউন্ডার এসে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই
- বাগানের ডিসপেন্সারী থেকে প্রায় সব সকল সময় সকল রোগের জন্য নাপা বা প্যারাসিটামল জাতীয় একই ওষুধ দেওয়া হয়; চাহিদার তুলনায় কম ও নিম্ন মানের ওষুধ সরবরাহ করে
- মাত্র ৭টি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট আছে

চিকিৎসা ব্যবস্থা.......

- জরিপের তথ্য অনুসারে ৭৫.৪% শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে যাদের ৪৭.৬% কম্পাউন্ডার, ২১.৯% ডাক্তার, ১৬.৮% নার্স/ধাত্রী ও ১৩.৭% অন্যান্যদের নিকট থেকে সেবা নিয়েছে
- বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে যারা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৮.৩% সেবাগ্রহীতা প্রয়োজনীয় সকল ওষুধ পেয়েছে, ৫১.৮% আংশিক ও ৯.৯% সেবাগ্রহীতা কোনো ওষুধ পায়নি
- ৬১.৭% শ্রমিককে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়েছে যাদের ৭৯.১% সেবাগ্রহীতার কোনো খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ দেয়নি
- জরুরি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বাগানের ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল থেকে নিযুক্ত চিকিৎসক বাড়িতে এসে চিকিৎসা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৩৬.৩% শ্রমিক জরুরী প্রয়োজনে তা পায়নি
- যারা (৩৬.৯%) বাগানের বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে মাত্র ২৭.১% শ্রমিককে বাগানের চিকিৎসা প্রদানকারী রেফার করেছিল, বাকি ৭২.৯% বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা ভাল না হওয়া, ডাক্তার না থাকা, ভাল ওষুধ সরবরাহ না করা ও বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার কারণে বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন
- যারা বাইরে চিকিৎসা নিয়েছে তাদের ৭০% বাগান থেকে কোন চিকিৎসা খরচ পাননি, ১১.৫% আংশিক এবং ১৭.৮% শ্রমিক পুরো খরচ বাগান থেকে পেয়েছিল
- ৪টি বাগনের শ্রমিকদের বাগানের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণের সময় বাগানের পক্ষ থেকে কম্পাউন্ডার/ ড্রেসার নিজে রোগীদের সাথে বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্রে যান এবং সামগ্রিক খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করে

ভবিষ্য তহবিল

- বিধিমালায় চাকরিতে এক বৎসর পূর্ণ করেছে এমন প্রত্যেক শ্রমিককে ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা থাকলেও জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১১.৬% কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত নয়
- যেসব স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলে অন্তর্ভুক্ত তাদের ১৭.৭% জানে না যে টাকা নিয়মিত জমা হয় কি না
- বিধিমালায় শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ জমানোর একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবরণী বছর শেষে শ্রমিকদের নিকট সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও ১৩.৪% তথ্যদাতাকে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি
- ভবিষ্য তহবিলের টাকা সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে বাগান কর্তৃপক্ষের জমা দেওয়ার কথা থাকলেও ২২৯টি বাগানের মধ্যে মোট ২৭টি বাগানের টাকা দীর্ঘ দিন ধরে ভবিষ্য তহবিল অফিসে জমা দেওয়া হয়নি - দুইটি বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ১.৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যাদের খানায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক আছে (১৭.১%) তাদের ৯০.৫% শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ পেয়েছিল যাদের প্রায় সকলকে গড়ে ১.৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে

ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

- চাকরি চলাকালে তা থেকে উদ্ভুত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো শ্রমিক শরীরে জখমপ্রাপ্ত হন বা মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে মালিক তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও বেশিরভাগ বাগানে তা দেওয়া হয় না -
  - *একজন শ্রমিকের হাত কাটা পড়লেও তার এই অঙ্গহানির জন্য আইনে উল্লিখিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি,*
  - *কারখানায় কর্মকালীন এক শ্রমিকের হাতের আঙ্গুল কাটা পড়লেও কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি,*
  - *একজন নারী শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখ নষ্ট হলেও তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি*

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং নিস্পত্তি

- ৯৭.৯% তথ্যদাতা বলেছে, অভিযোগের গুরুত্ব এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ শ্রমিকদের অভিগম্যতার উপর ভিত্তি করে মৌখিক বা লিখিতভাবে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে
- জরিপে দেখা গেছে ১৯.২% শ্রমিক অভিযোগ করেছে যার ৩৮.০% সমাধান হয়েছে এবং ৫৮.২% সমাধান হয়নি এবং ৩.৮% চলমান রয়েছে
- অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি, অভিযোগ করে সমাধান না পাওয়া এবং এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা অভিযোগ করে না বা করতে আগ্রহবোধ করে না

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর চ্যালেঞ্জ

- বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, মৌলভীবাজার কার্যালয়ে ২৬টির মধ্যে ১০টি পদ ও উপ-মহাপরিদর্শক, শ্রীমঙ্গল কার্যালয়ে ১৭টির মধ্যে ৫টি পদ শূন্য
- বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবান এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের খুব কাছাকাছি থাকায় তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণ তাদের চাপে সঠিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে ভয় পায়
- কোনো পরিদর্শক বাগানে গিয়ে অনিয়ম চিহ্নিত করে বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিঠি ইস্যু করলে, বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয় - একজন ডিআইজি মামলা করার উদ্যোগ নিলে মন্ত্রণালয় থেকে ফোন করে মামলা না করার সুপারিশ করা হয় এবং তাকে বদলি করা হয়

ভবিষ্য তহবিল অফিস

- ভবিষ্য তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডটি মালিক পক্ষের ৩ জন, শ্রমিক পক্ষের ৩ জন যার একজন কর্মকর্তা পর্যায়ের ও ২ জন নিরপেক্ষ সদস্যসহ মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যেখানে নিরপেক্ষ সদস্যদের নীরব থাকা এবং শ্রমিক পক্ষের কর্মকর্তার বেশির ভাগ সময় মালিক পক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে শ্রমিক পক্ষের তুলনায় মালিক পক্ষের ভোট বেশি থাকায় যা ক্ষেত্রবিশেষে শ্রমিক স্বার্থ ব্যহত করে
- ভবিষ্য তহবিল অফিসের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ না হওয়ায় শ্রমিকদের জন্য হাতে লেখা নথি সরবরাহ করায় সে হিসাব সঠিক আছে কি না তা শ্রমিকদের বোঝার সুযোগ নাই

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

শ্রম আদালত

- সিলেট অঞ্চলে কোনো শ্রম আদালত না থাকায় স্বল্প আয়ের চা শ্রমিকদের পক্ষে চা শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত চট্টগ্রামের শ্রম আদালতে গিয়ে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয় না

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

- শ্রমিক নেতাদের বেশিরভাগ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালাসহ শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষের মত প্রভাবশালীদের সাথে দর কষাকষিতে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফল হয় না
- দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি চূড়ান্তকরণে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের অসংখ্য বার (সর্বশেষ চুক্তির জন্য ২২ বার) ঢাকায় এসে বসতে হয় যা শ্রমিকদের পক্ষে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ
- মালিকগণ সরাসরি না বসে তাদের বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সভা করান।
- চুক্তি করার জন্য একটানা কোনো সময় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিতে চায় না। অন্য কাজ আছে বলে প্রতিবারে ১ থেকে ২ ঘন্টা সময়ের বেশি সভায় বসতে চায় না। তবে চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায় চুক্তি স্বাক্ষর দেরি হয়
- দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা শ্রমিক নেতা ও বর্তমানে নির্বাচিত শ্রমিক নেতাদের মধ্যকার এবং বর্তমান নির্বাচিত নেতাদের মধ্যকার বিরাজমান কোন্দলের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পক্ষে দর কষাকষি জোরদার করা সম্ভব হয় না

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতি

- নিয়মিত বাগান পরিদর্শনের দায়িত্ব থাকলেও কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা করে না
- তারা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে
- প্রতি বছর পরিদর্শনে যাওয়ার আগে বাগান কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, বাগানে এসে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে এবং প্রতি পরিদর্শনে বাগান কর্তৃকপক্ষের নিকট থেকে ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা আদায় করে চলে আসে, কোনো কোনো বাগানে তাদের যেতেও হয় না, অফিসেই টাকা পৌঁছে যায়
- তারা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে কোনো প্রশ্ন তোলে না
- কর্মকর্তাগণ বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না
- পরিদর্শনে আসার বিষয়ে বাগান ম্যানেজারদের জানানো হলেও শ্রমিক ইউনিয়নের কাউকে জানানো হয় না

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কিছু আলাদা সুযোগ-সুবিধা থাকা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের কারণে গত এক দশকে তাদের জীবনমানে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতির কারণে সামগ্রিকভাবে তারা এখনও দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম
- চা শ্রমিকদের মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবেই বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; সকল সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেশের অন্যান্য খাতের মজুরির তুলনা অনেক কম; তাছাড়া আইনগতভাবে প্রাপ্য অধিকার থেকেও চা শ্রমিকরা রয়েছে বঞ্চিত
- চা শ্রমিকদের নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতির কারণে তারা দিনের পর দিন বাধ্য হচ্ছে চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে
- চা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কাঙ্খিত পর্যায়ে সফল হতে পারছে না; একই ভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অধিকার আদায়ে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার আদায়েও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফল হতে পারছে না
- সর্বোপরি চা শ্রমিকদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাগান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আরো আন্তরিক হলে চা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি চা শিল্প আরো লাভজনক অবস্থানে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়।

সুপারিশ.......

১. সরকার, বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি যৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে এবং প্রতি দুই বছর পর পর তা বাজার দর অনুযায়ী হালনাগাদ করতে হবে, কারখানায় ও কীটনাশক ছিটানোসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত বাড়তি মজুরি ও ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থাও উক্ত মজুরি কাঠামোতে উল্লেখ ও কার্যকর করতে হবে;

২. শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ, মজুরি, নিয়োগ পত্র প্রদান, সার্ভিস বুক সংরক্ষণ, গ্রুপ বীমা, গ্রাচুইটি, কল্যাণ তহবিল, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, খাবার পানি ও শিশুসদনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও সমঝোতা চুক্তির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩. চা শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন ও বিধিমালায় চিকিৎসা (অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ সেবা), বাসস্থান, শিক্ষাসেবা পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহা-পরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে যে শিথিলতার কথা উল্লেখ রয়েছে তা সংশোধন করে এসব সুবিধা যাতে নিশ্চিত হয় সে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে; বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিলে তার ব্যয় ভার বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করা ও ছুটি বিষয়ে অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিধিমালা সংস্কার করতে হবে;

৪. সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ করতে হবে এবং চুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করা যায়;

সুপারিশ.......

৫. উত্তোলনকৃত পাতার ওজন কম দেখানো বন্ধ করতে প্রতিটি বাগানের প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উভয়মুখী ডিসপ্লে সমৃদ্ধ ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শ্রমিকরাও পাতা মাপার সময়ে পরিমাণ দেখতে পারে। তাছাড়া চা পাতা ওজন এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। পাশাপাশি সকল বাগানের জন্য গামছা, পরিবহণ ও বৃষ্টিজনিত কারণে পাতা কেটে রাখা বন্ধ করতে হবে;

৬. ভবিষ্য তহবিল অফিসের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করতে হবে এবং প্রতিমাসে শ্রমিকের টাকা জমার বিষয়ে মুঠোফোন বা এ জাতীয় সহজলভ্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে নিয়ম অনুসারে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৭. বাগানগুলোতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যকর পরিদর্শন বাড়াতে হবে। পরিদর্শনের প্রতিবেদনের অনুলিপি বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নকেও প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত আইনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৮. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি অনুযায়ী সকল চা শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে স্থাপিত হাসপাতালের অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতসহ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে। বাগান পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে;

৯. বাংলাদেশীয় চা সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে 'চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা'টির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

ধন্যবাদ

স্থায়ী চা শ্রমিকদের প্রাক্কলিত দৈনিক মজুরির চিত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	হিসাব	শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি
১	মজুরি	১০২ টাকা প্রতিদিন	১০২.০
২	প্রভিডেন্ট ফান্ড	(১০২ X ৭.৫%) X ১০% (প্রশাসনিক ব্যায়)	৮.৪২
৩	রেশন (আটা/চাল)	১.৫২ কেজি X (১৬.৪ টাকা - ২.০ টাকা) X ৫% (বহন ব্যায়)	২২.৯৯
	ভূমি উন্নয়ন কর	(রেশনের পরিবর্তে যারা ধানের জমি ভোগ করে)	০.১০
৪	উৎসব ভাতা	৪৫৯০ টাকা /৩৬৫ দিন	১২.৫
৫	শিক্ষা ব্যয়	৬৯২৪০৬৪ টাকা/২৮৬৪০ জন শ্রমিক/৩৬৫ দিন (৩৯টি বাগানের তথ্য)	.৬৬
৬	চিকিৎসা ব্যয়	৫৬১১০৬৮৭.০ টাকা/২৭০৯৯ জন শ্রমিক/৩৬৫ দিন (৩৫টি বাগানের তথ্য)	৫.৭
৭	শ্রমিক কল্যাণ	২৩৯৮১৪৭ টাকা/ ১৫৯৫৬ জন শ্রমিক/ ৩৬৫ দিন (৩৫টি বাগানের তথ্য)	০.৪
৮	দৈনিক বাড়ি ভাড়া	মাসিক ৫০০ টাকা (বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে প্রতি ঘরের জন্য /৩০ দিন)	১৬.৭
	সাধারণ শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি		১৬৯.৩৭
	সাধারণ শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (যারা রেশনের পরিবর্তে ধানের জমি ভোগ করে)		১৪৬.৪৮
	ফ্যাক্টরি শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (৩ টাকা ঝুঁকি ভাতাসহ)		১৭২.৩৭
	স্প্রে কাজে কর্মরত শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (৫ টাকা ঝুঁকি ভাতাসহ)		১৭৪.৩৭

এছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক অবসর ভাতা, বসতবাড়িতে ফলমূল উৎপাদন, গরু-ছাগলসহ গবাদি পশু পাখি পালন ইত্যাদি সুযোগও রয়েছে যা আর্থিক মূল্য যোগ করা যায়নি

কুয়া ও ছড়ার পানি সরবরাহের অবস্থা